মেহেরপুরে গলাই ফাঁস দিয়ে বৃদ্ধার আত্ম*হত্যা

পারিবারিক কলহের জের ধরে আফিয়া খাতুন (৬৫) নামের এক বৃদ্ধা গলাই ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। আফিয়া খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামের মৃত আনিসুর রহমানের স্ত্রী।

শনিবার (৮ অক্টোবর) বেলা আড়াইটার দিকে নিজ ঘরের আড়ার সাথে গলায় ফাঁস দেন।

পারিবারিক সূতের বরাত দিয়ে স্থানীয়রা বলেন, পারিবারিক কলহের জের ধরে নিজ ঘরে গলায় ফাঁস দেন। এসময় পরিবারের সদস্যরা তাকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে মেহেরপুর – ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

মেহেরপুর – ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

ইবি ছাত্রী উর্মি হত্যার ভিসেরা রিপোর্ট নিয়ে ধুম্রজাল

মৃত্যুর ৭২ ঘন্টার মধ্যে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে ভিসেরা রিপোর্ট প্রেরণের কথা থাকলেও ২২ দিনেও নমুনা সেটি পাঠাননি মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

ফলে ইবি ছাত্রী নিশাত তাসনিম উর্মির ময়নাতদন্ত রিপোর্ট নিয়ে নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে ধ্রুমজাল।

উর্মি হত্যাকান্ডের ভিসেরা রিপোর্ট নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য মামলার বাদীর মধ্যে তৈরী হয়েছে আশংকা। ভিসেরা রাসায়নিক পরীক্ষাগারে না পাঠিয়ে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ফেলে রাখায় ময়না তদন্ত রিপোর্ট নয় ছয়

হতে পারে বলেও আংশকা করছেন নিহতের পরিবার ও স্বজনরা।

৮ সেপ্টেম্বর রাতে উর্মির মরদেহ উদ্ধার হলেও ৩০ সেপ্টেম্বর উর্মির ভিসেরা কৌটাবদ্ধ অবস্থায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালেই পড়ে ছিল।

পরে সাংবাদিকদের চাপাচাপিতে তড়িঘড়ি করে গত ১ অক্টোবর প্রাথমিক ময়নাতদন্ত রিপোর্ট ও পুলিশের কাছে চিঠি ইস্যু করা হয়। পরে সেই চিঠির নির্দেশনা পেয়ে উর্মির মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহীন মিয়া নমুনা পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

অথচ, মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. মোখলেছুর রহমান বলেন ভিসেরা রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট হাতে পেলেই পুর্নাঙ্গ ময়নাতদন্ত রিপোর্ট দেওয়া হবে।

উর্মির মরদেহের প্রাথমিক ময়নাতদন্ত করেছেন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তিনচিকিৎসক।

এরা হলেন, মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আরএমও ডা: মোখলেছুর রহমান, মেডিকেল অফিসার ডাঃ বেলাল হোসেন সুমন ও ডাঃ তারেক আহমেদ। ময়নাতদন্তের নির্দিষ্ট ফরমের মেডিকেল অফিসারের মতামতের ঘরে ডাঃ বেলাল হোসেন সুমনের ইংরেজীতে লেখা মতামতের অর্থ হচ্ছে-ভিসেরা রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ে অপেক্ষা করতে হবে।

আরএমও ডাঃ মকলেছুর রহমান বলেন, মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা যখন ভিসেরা নিতে আসেন তখন চিঠি করে দেওয়া হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে না চাওয়া পর্যন্ত চিঠি করা হয় না।

পুলিশের পক্ষ থেকে নমুনা নেওয়া হয়নি এমন অভিযোগ মিথ্যা দাবী করে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, নিয়ম অনুযায়ী হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক ময়নাতদন্ত রিপোর্টের সাথে ভিসেরা নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠাতে একটি চিঠি ইস্যু করার কথা হাসপাতাল কতৃর্পক্ষ। সেই চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত পুলিশের কিছু করার নেই। এখন পর্যন্ত কোন চিঠিপত্র হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দেয়নি বলে নিশ্চিত করেন গাংনী থানার ওসি।

এই মামলার প্রাথমিক ময়ানাতদন্ত রিপোর্ট নিয়েও আরেক সংশয় সৃষ্টি

হয়েছে বাদি পক্ষে। ভিসেরা পাঠাতে সময়ক্ষেপণ, রিপোর্ট পাঠানো নিয়ে পুলিশের উপর দায় চাপানো, ময়নাতদন্তকারী ডাক্তারের অসম্পূর্ণ মতামত প্রদান এবং ভিসেরা হাসপাতালে ফেলে রাখার বিষয়টি ধুম্রজালের সৃষ্টি করেছে।

তবে, ডাঃ মোখলেছুর রহমান জানান, ভেবেছিলাম ভিসেরা চলে গেছে। কিন্তু অফিস থেকে যে পাঠানো হয়নি তা আমার জানা ছিল না। কারণ এতোদিন পড়ে থাকার কথা নয়।

পুলিশের দায়িত্বের বিষয়ে তিনি বলেন, এখানে যতগুলো ভিসেরা পাঠানো হয়েছে তার প্রত্যেকটি পুলিশের পক্ষ থেকে চাওয়ার পরই দেওয়া হয়েছে। আগে থেকে চিঠি করলে সেই চিঠি পড়ে থাকে। তাই পুলিশের পক্ষ থেকে যখন নমুনা নিতে আসা হয় তখন চিঠি করে দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, ইবি ছাত্রী উর্মিকে ৮ সেপ্টেম্বর রাতে উর্মিকে পিটিয়ে শ্বাসরোধে হত্যা করে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তার পরিবার। এমন অভিযোগে তাদের নামে মামলা দায়ের করে নিহতের পরিবার। ওই মামলায় উর্মির স্বামী ও প্রিন্সকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করে গাংনী থানা পুলিশ। বর্তমানে তারা মেহেরপুর জেলা কারাগারে হাজতবাসে রয়েছেন। মামলার অপর আসামি প্রিন্সের মা পলাতক রয়েছেন।

গাংনীতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকারি সামরিক কল্যাণ কমিটির মহা সমাবেশ

১৯৭১ সালে পাকিস্তান কারাগারে বন্দী সকল অবসরপ্রাপ্ত সামরিক সদস্যদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্তি করনের দাবীতে মহা সমাবেশ করেছে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকারি অবসর প্রাপ্ত সামরিক কল্যাণ কমিটি।

আজ শনিবার বেলা ১২ টার সময় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াডোব

গ্রামে এ মহা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট রফিজ উদ্দীন। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ব বিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ওহিদুজ্জামান শাফিউল।

জাহিদ হুসাইনের সঞ্চালনায় সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, অবসর প্রাপ্ত অনারারি ক্যাপ্টেন ফজলুল হক, অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র অফিসার আব্দুস সামাদ,অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট মিজানুর রহমান,অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট সাজাহান আলী,ওয়ারেন্ট অফিসার মোয়াজ্জেম হোসেন। এসময় সামরিক সদস্যদের পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

এসময় বক্তারা বলেন মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী থাকা অবসরপ্রাপ্ত সামরিক সদস্যদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্তি করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহামনের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে হবে। ১৯৭১ সালে জাতির জনক আমাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকায় আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

মসজিদে কাতার সোজা করাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ দুজন জখম

মেহেরপুর সদর উপজেলার কালিগাংনী গ্রামে আহলে হাদিস জামে মসজিদে সামনের কাতার ফাঁকা রেখে নামাজ পড়াকে কেন্দ্র করে বাক বিতন্ডার জেরে দুজনকে কুপিয়ে জখম করেছে কয়েকজন মুসুল্লী। আহতদেরকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ শনিবার (৮ আক্টোবর) সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর সদরের কালিগাংনী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হচ্ছেন- কালিগাংনী গ্রামের মৃত সদর আলীর ছেলে শফিকুল ইসলাম (৩০) ও তার ভাই রফিকুল ইসলাম(২৮)।

আহত সুত্রে জানা গেছে, কালীগাংনী আহলে হাদিস জামে মসজিদে শুক্রবার জুম্মার নামাজের সময় সামনের কাতার ফাকা রেখে রফিকুলসহ কয়েকজন পেছনের কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে । নামাজ শেষে মসজিদের মুসুল্লিদের সাথে তাদের কথা কাটাকাটি হয় ।

আজ শনিবার সকালে রফিকুল বাড়ি থেকে বের হলে গ্রামের রাশেদ, মান্নান, হামিদুল শহিদুল ও মহিবুল দেশীয় অস্ত্র দা কুড়াল, রামদা নিয়ে আক্রমন করে। এসময় শফিকুল মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তার ভাই রফিকুল ইসলাম তাকে উদ্ধার করতে আসলে তাকেও জখম করে। পরে এলাকাবাসী ও পরিবারের লোকজন তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান আহত দুজনের আবস্থা আশংকা মুক্ত নয়। দুজনেরই মাথাই গভীর ক্ষত রয়েছে। আহত শফিকুল ইসলামের শরিলে ১৩ টা ও রফিকুল ইসলামের শরিলে ১৪ টা সেলাই হয়েছে।

গাংনীর দু’গ্রামে একই নামে দুই বিদ্যালয়

মেহেরপুরের গাংনীর মোমিনপুরে স্থাপিত এমজিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিয়ে স্থানীয় দুই গ্রামের লোকজনের মধ্যে চলছে রশি টানাটানি।

মোমিনপুর ও গোয়ালগ্রামে একই নামে রয়েছে দুটি বিদ্যালয়। গোয়ালগ্রামের লোকজন বিদ্যালয়টি স্থানান্তর করা হয়েছে মর্মে দাবী করলেও সেটি মানতে নারাজ মোমিনপুর গ্রামবাসি। এতে মোমিনপুরের লোকজন উচ্চ আদালতে রিট করায় আটকে গেছে বিদ্যালয় দুুটির এমপিওভুক্তিসহ উন্নয়ন কার্যক্রম। দুই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। সেই সাথে কোন বেতন ভাতা না পেয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন প্রতিষ্ঠানে কর্মরতরা। মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তি করে বিদ্যালয়ে সুষ্ঠ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবী স্থানীয়দের।

জানা গেছে, ১৯৯৯ সালে মেহেরপুরের গাংনীর মোমিনপুরে স্থাপিত হয় ‘এমজিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়’ চার গ্রামের নামের প্রথম অক্ষর (মোমিনপুর, গোয়ালগ্রাম, চরগোয়ালগ্রাম, মোহাম্মদপুর) দিয়ে শুরু হওয়া এ বিদ্যালয়টি বেশ সুনামের সাথে শিক্ষা কার্যক্রম চলছিল। বিদ্যালয়টিতে গোয়ালগ্রামের শিক্ষার্থী সংখ্যা আনুপাতিক হারে একটু বেশি। তাই গোয়ালগ্রামের লোকজন গ্রামেই এমজিজিএম নামের বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। মোমিনপুর গ্রামের লোকজন ও বিদ্যালয়ের কমিটির মতামত ছাড়াই ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করেন তারা। মোমিনপুরে স্থাপিত বিদ্যালয়ের আইডি ব্যবহার করেই শুরু করে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম।

গোয়ালগ্রামে স্থাপিত বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চলায় ওই গ্রামের শিক্ষার্থীরা মোমিনপুরে আসতে অনিচ্ছুক। এদিকে পারগোয়ালগ্রাম, মোমিনপুর ও মহাম্মদপুর গ্রামের শিক্ষার্থীরা যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হওয়ায় তারা মোমিনপুরে পড়াশোনা করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। বর্তমানে মোমিনপুর বিদ্যালয়টিতে রয়েছে ১৩৯জন শিক্ষার্থী। একই নামে দুটি বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় দুটি গ্রামের লোকজনের মধ্যেও সৃষ্টি হয় মনস্তাত্বিক লড়াই। গোয়ালগ্রামে স্থাপিত বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ২০১৯ সালে একটি মামলা করেন মোমিনপুর গ্রামের এনামুল হক। একই বছরে ওই মামলাটি মোমিনপুরের পক্ষে রায় হয়।

মামলায় রায় গোয়ালগ্রামে স্থাপিত বিদ্যালয়ের বিপক্ষে যাওয়ায় ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল হুদা উচ্চ আদালতে রায়ের বিরুদ্ধে একটি আপিল করেন ২০২১ সালে। সেই সাথে মেহেরপুর জেলা শিক্ষা অফিসের দ্বারস্থ হন তিনি। মোমিনপুর গ্রামের আশে পাশে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই এবং আশে পাশের গ্রামের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত নয় এমন তথ্য প্রদান করে শিক্ষা অফিস থেকে একটি সনদ নেন।

পরে ওই লিখিত সনদ উচ্চ আদালতে পেশ করলে গোয়ালগ্রামের এমজিজিএম উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষে রায় হয় ২০২১ সালে । একই সময়ে শিক্ষা অফিসের দেয়া সনদটি সঠিক নয় মর্মে বেশ কয়েকটি প্রমান পত্র যোগাড় করেন মামলার বাদী এনামুল হক। তিনি ওই সনদপত্র আদালতে পেশ করে রীট করলে গোয়াল গ্রামের বিদ্যালয়ের পক্ষে দেয়া রায় স্থগিত হয়ে যায়।

স্থানীয়রা জানান, মোমিনপুরে স্থাপিত বিদ্যালয়টিতে সব ধরণের

সুবিধা রয়েছে। যাতায়াত ও শিক্ষা ব্যবস্থাটি সুন্দর। পক্ষান্তরে গোয়াল গ্রামের বিদ্যালয়টিতে রয়েছে নানা সমস্যা। বিশেষ করে বিদ্যালয়ে যাবার কোন পথ নেই। অন্যের জমির উপর দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করায় ওই জমির মালিক স্কেভেটর দিয়ে খুড়ে রাস্তা বন্ধ করে দেন। তাছাড়া সরকারী রাস্তাটি নদী ভাঙ্গনের কারণে বিলীন হয়েছে বছর দশেক আগে। শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সমস্যা প্রকট। এ ছাড়াও এক কিলোমিটার দুরে রামনগর বিদ্যালয়। ফলে শিক্ষার্থী সংকট হতে পারে এমন আশঙ্কা করছেন অনেকেই।

মোমিনপুর এমজিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন জানান, মোমিনপুর বিদ্যালয়ের আইডি ব্যবহার করে অতিগোপনে গোয়ালগ্রামের লোকজন প্রধান শিক্ষকসহ বেশ কয়েকজনকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। বিদ্যালয় সম্পর্কে ভূয়া তথ্য প্রদান করে মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়টির কার্যক্রমে বাঁধা সৃষ্টি করছে। একের পর এক মামলার কারণে বিদ্যালয়টির এমপিও ভুক্তিসহ সব কার্যক্রম স্থগিত। ফলে শিক্ষকরা মানবেতর জিবন যাপন করছে।

গোয়ালগ্রাম এমজিজিএম বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল হুদা জানান, তিনি এলাকাবাসীর সার্থের কথা মাথায় রেখে ও শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের অনুমোদন ক্রমে বিদ্যালয় স্থানান্তর করেছেন। সকল নিয়ম মেনে বিদ্যালয়টি পরিচালিত হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাশার জানান, ইচ্ছা করলেই কেউ প্রতিষ্ঠান হস্তান্তর করতে পারেন না। তাছাড়া হস্তান্তর সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে নেই। কীভাবে শিক্ষা মন্ত্রনালয় থেকে স্থানান্তরের অনুমতি নেয়া হলো বা দেয়া হলো সেটা তিনিও বুঝতে পারেন না বলেও জানিয়েছেন এই কর্মকর্তা। তিনি আরো জানান, মামলা থাকার কারণে নতুন পুরাতন কোনো স্কুলেই কমিটি নেই। আর কমিটি না থাকার কারণে অনেক কার্যক্রমই করা সম্ভব হচ্ছে না।

মেহেরপুরে নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প বিক্রি দিগুন দামে!

মেহেরপুরে প্রায় দুই সপ্তাহ যাবৎ নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প দিগুন দামে বিক্রি করছেন ভেন্ডাররা। ট্রেজারিতে স্ট্যাম্প সংকট থাকায় ভেণ্ডাররা কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করে সিণ্ডিকেটের মাধ্যমে দিগুণ দামে বিক্রি করছেন স্ট্যাম্প। ফলে গত দুই সপ্তাহ ধরে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ নানা হয়রানির শিকার হয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

দ্বিগুণ দামে কালোবাজারে স্ট্যাম্প বিক্রির বিষয়ে জেলা প্রশাসক বললেন, এই বিষয়ে প্রশাসন পদক্ষেপ নেবে। ভেণ্ডারদের দাবী ট্রেজারি শাখা থেকেই কৃত্তিম সঙ্কট তৈরি করা হয়েছে। তবে আজ থেকে স্ট্যাম্প সরবরাহ স্বাভাবিক হবে বলে জানিয়েছে ট্রেজারি শাখা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা।

জানা গেছে, গত দুই সপ্তাহ যাবৎ মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের ট্রেজারিতে সরকারি ১০০ টাকা মূল্যের নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প সংকট দেখা দিয়েছে। স্ট্যাম্প ভেন্ডারিরা বারবার আবেদন করলেও জেলা প্রশাসন থেকে কোনো স্ট্যাম্প বরাদ্দ দিতে পারেনি। ভেন্ডার গুলোতে একশ টাকা মূল্যের স্ট্যাম্প পাওয়া না গেলেও অসাধু কালোবাজারি ভেন্ডারিকে প্রকাশ্যে তিনশ টাকার স্ট্যাম্প ছয়শ টাকায় বিক্রি করতে দেখা গেছে।

সরেজমিনে গত মঙ্গলবার (৪ অক্টোবর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মেহেরপুর সাররেজিস্ট্রি অফিস, নিমতলা আইনজীবী সমিতি চত্ত্বরম দলিল লেখক সমিতি চত্ত্বরে অবস্থান করে স্ট্যাম্প ভেন্ডার, দলিল লেখক ও গ্রাহকদের সাথে কথা বলে ভোগান্তির কথা জানা গেছে। গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল কুদ্দুস এসেছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা সাবরেজিস্ট্রি অফিসে জমি রেজিস্ট্রি করতে। কিন্তু দুপুর পর্যন্ত স্ট্যাম্প না পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভেন্ডারীদের খুপড়ি ঘরে। তিনি বলেন, জমি রেজিস্ট্রি করতে এসে এখন পর্যন্ত ১০০ টাকা মূল্যের স্ট্যাম্প কিনতে পারিনি। এখানকার কোনো কোনো স্ট্যাম্প ভেন্ডারে পাইনি। তবে বিপ্লব পাল নামের এক স্ট্যাম্প ভেন্ডারে ৩০০ টাকা স্ট্যাম্প ৬০০ টাকা দাম বললো।

একই কথা বললেন ওই গ্রামের শুকুর আলী। তিনি বলেন, কোনো যায়গায়

স্ট্যাম্প না পেয়ে বাপ্পি পাল নামের এক ভেন্ডারে গিয়ে ৩০০ টাকার স্ট্যাম্প ৫০০ টাকা দিয়ে কিনে জমি রেজিস্ট্রি করলাম। সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের তারিক হোসেন বলেন, ৩০০ টাকার স্ট্যাম্প ৬০০ টাকা দিয়েও মেলাতে পারছিলাম না। পরে অনেক কষ্টে নিম তলার একটি যায়গা থেকে কালো বাজার থেকে ৬০০ টাকা দিয়ে স্ট্যাম্প কিনলাম।

খাইরুল স্ট্যাম্প ভেন্ডারের মালিক খাইরুল ইসলাম ক্যাংকর বলেন, প্রায় ২ সপ্তাহ মেহেরপুর ট্রেজারি থেকে আমাদের নন জুডিশীয়াল ১০০ টাকা মূল্যের স্ট্যাম্প দিতে পারেনি। আমরা জমি ক্রেতা বিক্রেতাদের সাথে কাজ করতে গিয়ে নানা সমস্যায় পড়ছি। অথচ, কালোবাজারিদের কাছে স্ট্যাম্প মিলছে। তিনি প্রশ্ন করেন এটা কি করে সম্ভব হয়। একশ টাকার স্ট্যাম্প ৩ শ টাকা বিক্রি হচ্ছে। এটা প্রশাসনের দেখা উচিৎ।

দলিল লেখক রুহুল আমিন বাবু বলেন, একশ টাকা মূল্যের স্ট্যাম্প না পেয়ে ২০ টাকা ৫০ টাকার স্ট্যাম্প দিয়ে জমি রেজিস্ট্রি করতে গিয়ে আমরা নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছি। আগে যেখানে ১০ পাতা লিখতে হতো এখন সেখানে ১৮/১৯ পাতা লিখতে হচ্ছে।
একই কথা জানালেন দলিল লেখক মতিউর রহমান মতি। তিনি বলেন, সময় লাগছে বেশী। আবার গ্রাহকদের কাছ থেকে নানা ধরণের কথা শুনতে হচ্ছে। ব্যাংকে গেলেও ব্যাংকের কর্মকর্তারা নানা কথা শুনাচ্ছেন।

প্রবীণ দলিল লেখক আব্দুল আজিজ জানান, আমি দীর্ঘদিন দলিল লিখছি। আমার জীবনে ২০০৮ সালে একবার স্ট্যাম্প ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। আর এ বছর ৪ মাসের মধ্যে ২ বার স্ট্যাম্প ঘাটতি দেখা গেলো। তিনি বলেন, ট্রেজারি শাখার বড়বাবু আরেফিন রেজা যোগদানের পর থেকেই এই সংকট তৈরী হয়েছে।

দলিল লেখকরা নাম প্রকাশ না শর্তে জানান, ১ লাখ টাকার দলিলে শুধু স্ট্যাম্প দেওয়া হতো ১৩ শ টাকার নগদ স্ট্যাম্প ও বাদ বাকী টাকা সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে চালান করা হতো। কিন্তু স্ট্যাম্প ঘাটতি হওয়ার কারণে, ২০০ টাকার স্ট্যাম্প দিতে হচ্ছে। বাকি ১৪ হাজার ৮০০ টাকা চালান করতে হচ্ছে। এর ফলে ১০ পাতার স্থলে ১৬ থেকে ১৮ পাতা দিতে হচ্ছে। এতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সাথে দলিল লেখকদের বাকবিতন্ডাসহ অষন্তোষ্ট তৈরী হচ্ছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েক জন ভেন্ডার বলেন, নতুন করে ভেণ্ডার লাইসেন্স নবায়ন করতে গেলে জেলা প্রশাসকের এলআর ফান্ডে ৫

হাজার টাকা করে জমা দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন ট্রেজারি শাখার বড় বাবু আরেফিন রেজা। অথচ এর আগে নবায়নের সময় ৫শ থেকে এক হাজার টাকা দিয়েছি। টাকা না দিলে ভেন্ডারী লাইসেন্স বাতিল ও নবায়ন না করারও হুমকী দিচ্ছেন। ট্রেজারী চালান করলেও স্ট্যাম্প দেবেনা বলেও হুমকী দিচ্ছেন। এটা জেলা প্রশাসক ও এনডিসির নির্দেশ বলেও স্ট্যাম্প ভেন্ডারদের জানান আরেফিন।

এ ব্যাপারে আরেফিন রেজাকে মেহেরপুর প্রতিদিন অফিস থেকে ফোন করা হলে প্রথমে দেখা করে বলবেন জানালেও পরে ফোন দিয়ে জানান, এডিএম স্যারের সাথে কথা বলেন। পরবর্তিতে আবারো ফোন দিয়ে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানিনা। এমনকি স্ট্যাম্প সংকটের ব্যাপারেও তিনি কিছুই জানেন না বলেও জানেন। তবে ট্রেজারিতে মাল (স্ট্যাম্প) ছিলো না, মাল এসেছে। আর সংকট থাকবে না।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, দু একদিনের মধ্যেই সংকট দুর হয়ে যাবে। আমরা চাহিদা দিয়েছিলাম। ইতোমধ্যে স্ট্যাম্প আমাদের ট্রেজারীতে এসে পৌছেছে। সংকটের কারন হিসেবে তিনি বলেছেন, বিজি প্রেসে স্ট্যাম্প ছাপা হয়। জেলাতে স্ট্যাম্পের চাহিদা বেড়েছে এবং বিজি প্রেস থেকে আসতে দেরি হয়েছে। এছাড়া কালোবাজারে স্ট্যাম্প বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। তবে এলআর ফাণ্ডের টাকার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি এড়িয়ে যান।

গাংনীতে জাতীয় তামাক মুক্ত দিবস উপলক্ষে অবস্থান কর্মসূচি

আগামী ৯ অক্টোবর জাতীয় তামাক মুক্ত দিবস উপলক্ষে অবস্থান কর্মসূচি পালিত।

বৃহস্পতিবার (৬ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টায় মেহেরপুর-গাংনী সড়কের বাশঁবাড়িয়া নামক স্থানে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় “তামাক কোম্পানিগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যকর নিষিদ্ধ করা হোক”।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট ও ডব্লিউবিবি ট্রাস্টের এর সহযোগিতায় স্থানীয় সংগঠন শানঘাট পল্লী উন্নয়ন সংস্থা ও আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থার যৌথ আয়োজনে অবস্থান কর্মসূচি আয়োজন করেন।

শানঘাট পল্লী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহিবুল আলম ওহিদের নেতৃত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মীর সামসুজ্জোহা কলেজের প্রভাষক মোখলেছুর রহমান। বাঁশবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলিমুজ্জামান, আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক তৌহিদ উদ দৌলা রেজা, গাংনী প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাজমুন নাহার। এসময় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ।

বক্তারা বলেন বিভিন্ন তামাক কোম্পানি তরুণদের কর্মসংস্থান, দারিদ্রতা দূরীকরন, বৃক্ষরোপনসহ লোক দেখানো সামাজিক দ্বায়বদ্ধতা কার্যক্রমের আড়ালে তামাক কোম্পানিগুলো নিজস্ব রং, ট্রেড, লোগো ব্যবহার করে দেশব্যাপী তাদের পন্যের প্রচারণা চালাচ্ছে।

এমনকি ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের দোহায় দিয়ে বিভিন্ন দোকান ও লোক সমাগম স্থানে চকলেট, পানি ও বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সিগারেটের মূল্য সম্বলিত স্টিকার প্যাকেট প্রদর্শন করে রাখেন যা সম্পূর্ণ প্রতারণা ও আইনত দন্ডনীয়। অবস্থান কর্মসূচি শেষে তামাকের ক্ষতিকর বিষয়ে সচেতনতার জন্য বিভিন্ন লিফলেট, স্টিকার বিতরণ করা হয়।

গাংনী থানার এসআই মাসুদ জেলায় শ্রেষ্ঠ উপপরিদর্শক মনোনীত

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সর্ব্বোচ্চ হুকুম তামিল করায় গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদকে মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ট উপপরিদর্শক (এসআই) নির্বাচিত করে পদক ও পুরস্কার হিসেবে অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর পুলিশ লাইনের ড্রীলশেড অনুষ্ঠিত

মাসিক কল্যাণ সভায় তাকে এ পুরুস্কারে ভুষিত করা হয়।

উপপরিদর্শক(এসআই)মাসুদকে পুলিশ সুপার রাফিউল আলম তার হাতে পদক ও অর্থ তুলে দেন।

এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম, এএসপি সার্কেল অপু সারোয়ারসহ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মাদকদ্রব্য উদ্ধার ও আসামি গ্রেফতারে অবদান রাখায় এসআই মাসুদ দুই বার জেলার শ্রেষ্ট উপপরিদর্শক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

মেহেরপুর ডিবি’র ওসি জেলার শ্রেষ্ট পুলিশ পরিদর্শকের পদকে ভূষিত

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি পরিদর্শক সাইফুল আলম জেলার শ্রেষ্ট পুলিশ পরিদর্শকের পদক ও অর্থ পুরুস্কার পেয়েছেন।

বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর পুলিশ লাইনের ড্রীলেশেডে অনুষ্ঠিত মাসিক কল্যাণ সভায় তাকে এ পুরুস্কারে ভূষিত করা হয়। পুলিশ সুপার রাফিউল আলম তার হাতে পদক ও অর্থ তুলে দেন।

এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম, এএসপি সার্কেল অপু সারোয়ারসহ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলার মাদক, অনলাইন জুয়া, গুরুত্বপূর্ণ হত্যা, চুরি ডাকাতিসহ অন্যান্য মামলার তথ্য উদ্ঘাটন, আসামি গ্রেফতার ও মালামাল উদ্ধারে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিসরুপ তাকে জেলার শ্রেষ্ঠ পুলিশ পরিদর্শক হিসেবে ভূষিত করে পুলিশ বিভাগ। এর আগে মে মাসেও জেলার চৌকস পুলিশ পরিদর্শক হিসেবে পদক ও অর্থ পেয়েছিলেন এই কর্মকর্তা।

সাইফুল আলম চলতি বছরের মার্চ মাসে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) পরিদর্শক হিসেবে যোগদান করেন। এর আগে ফরিদপুর জেলায় ১২ বছর ও শরীয়তপুর জেলাতে ২ বছর চাকুরী করেন তিনি।

সাইফুল আলম ২০০৭ সালের ৩০ তম ব্যাচের আউটসাইড ক্যাডেট হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেন। চাকরি জীবনে মোট পাঁচ বার রেঞ্জের সেরা অফিসার ও অসংখ্যবার পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের পদক পেয়েছেন তিনি।

তিনি চাকুরী জীবনে ক্লুলেস হত্যা, ডাকাতি, গণধর্ষণ, চাঁদাবাজি, অপহরণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলার তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য এসব পুরুস্কার পান।

সৌদিতে প্রবাসী গাংনীর কামরুজ্জামানের মৃত্যু

সংসারের সুখসাচ্ছন্দ ও নিজের ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে যৌবন বয়সে সৌদি আরবে গিয়েছিলেন গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের কামরুজ্জামান। ২২ বছরের প্রবাস জীবনে কামরুজ্জামান তার সংসারের সুখ ফেরাতে পারলেও নিজেকে ফেরাতে পারলেন না বাসভূমিতে।

বুধবার সন্ধ্যার দিকে সৌদি আরবের তায়েফের কিং আবদুল্লাহ্ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

কামরুজ্জামানের স্ত্রী রিনা খাতুন এতথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ৬ মাস আগে বাড়িতে এসেছিলেন তিনি। আবারও প্রবাসে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর মধ্যে ফিরে আসার চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু হার্টে সমস্যা দেখা দিলে হাসপাতালে ভর্তি হন। গত শনিবার ওই হাসপাতালে তার হার্টে রিং পরানো হয়। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল। হাসপাতাল থেকে বাসাতে নেওয়ার পথে মারা যান তিনি।

কামরুজ্জামান গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের হাজী আব্দুল মান্নানের বড় ছেলে।